আবর্তিত লতা

মতিউর রহমান মল্লিক

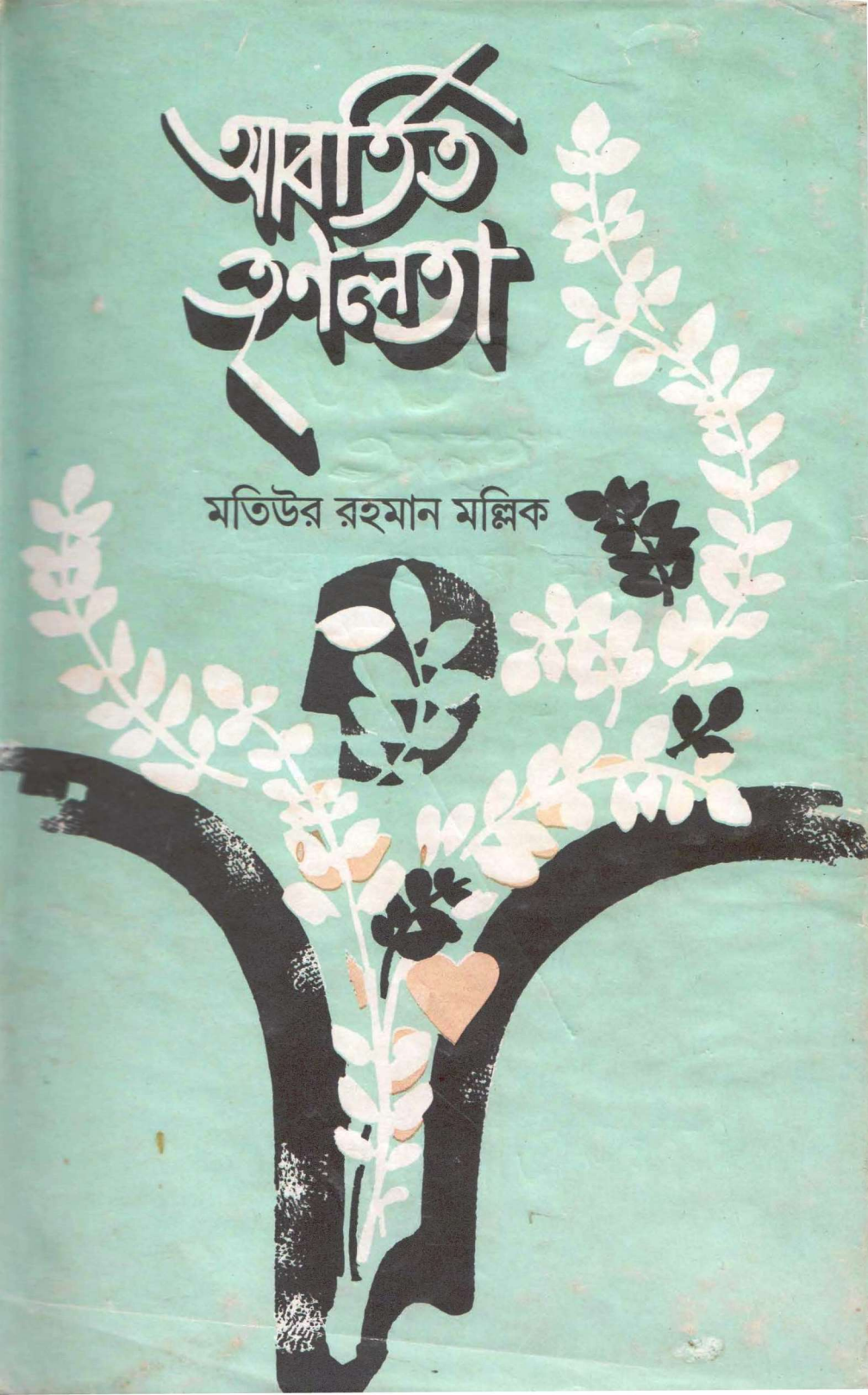

আবর্তিত তৃণলতা

মতিউর রহমান মল্লিক

মোনালিসা প্রকাশন

www.pathagar.com

প্রকাশক
আবু হেনা আবিদ জাফর
মোনালিসা প্রকাশন, ঢাকা
তত্ত্বাবধান
শহীদুল হাসান
খালেদ শামসুল ইসলাম
স্বত্ব
সাবিনা মল্লিক
প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম
প্রকাশকাল
বইমেলা, ফেব্রুয়ারী '৮৭
মুদ্রণ
কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স এন্ড প্রোডাক্ট লিঃ
প্যানোরমা প্রিন্টিং প্রেস
বিনিময়
বাইশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

মহাকবি ফররুখ আহমদ
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিরালা নিবাস

www.pathagar.com

সূচী

মিনার
আমি
বিষয়বস্তু
বিস্তার
সবুজ বেয়াড়া এক
সেই যুবক
ইউরোপ
রাঙা মাটির সন্ধ্যা
সেক্সপিয়রের বাড়ি
অপার্থিব সবুজ বাসীর কথা
একটি হৃদয়
প্রত্যাশা
দাঁড়িয়ে আছেন
ফররুখের অনেকগুলো কবিতা
এইসব লোকেরা অর্থাৎ কবিরা
আগুনের মত
ভাঙনের গান
আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো
শহীদ মালেক

www.pathagar.com

কৃষ্ণচূড়া
কাফেলা
অনেক পথ। পথ নেই
গাছ সম্পর্কিত
এক সময়
আমার শেষ মাটিটুকু
নদী এক নদী
এই যে আমি
নাই
নদীর কাছে
তুমি
স্থির ছায়া সবই
যে যায় সে যায়
অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা
শৈত্য ও আগ্নেয় কড়চা
সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা
ক্রমাগত
সকাল
যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিনার

জীবনের মত
মৃত্যু কামনা করি।
বেঁচে রবো আমি ইতিহাস ভালবেসে।

অমরত্বের
মিনার কিছুটা গড়ি
কবিতার মত উদার তেপান্তরে।

আমিতো হারাব
উধাও কালের খামে।
নিয়তি ধূসর শুকনো সাগর বেলা
অথবা শ্যামল ফলের ফসলে ভরা
তবুও কবিতা
গানের বসুধা গড়ে।

যদি কিছু পাই
পাথেয় কালের স্রোতে—
সোনা দিয়ে মুড়ি যতটুকু পারা যায়।
আমার মনের
সুখ ও বেদনা সবই
জীবনের মত মৃত্যুরও জয় গায়।

আমিতো পালাবো উধাও ধূসর রাতে
বাঁচার দলিল বেঁচে রবে প্রাণে প্রাণে।

www.pathagar.com

আমি

আমি খুব সহজেই উন্মাতাল হই
ভেংগে পড়ি অথবা উজ্জীবিত হই

ভুল হোক কিংবা নির্ভুল
আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর মূল
খুঁজতে যাই
খুব তাড়াতাড়ি ভেদ করতে চাই
নানাবিধ শরীরের আবরণ
এবং সবকিছু অবলোকন করি
চঞ্চল ডুবুরীর মত

বৃক্ষের শীর্ষের বিচলতা
পুষ্পের সম্মোহন সম্পর্কে অনেকেরই আগ্রহ আছে
কিন্তু আমি কেবল বিস্ফারিত হই
অন্য এক মৌসুমের পূর্বাভাসে

যেমন একজন অল্প বয়সী অতিথি
বারবার সরাতে চায়
জানালার পর্দা
দরজার যাবতীয় বিধিনিষেধ
যেমন একজন পত্রাধিকারী
ছিঁড়ে ফেলে সদ্যপাওয়া খামের শরীর

আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর মূল
খুঁজতে যাই
খুব তাড়াতাড়ি ভেদ করতে চাই
নানাবিধ শরীরের আবরণ

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু

একটা সময় এমন ছিল যে
দুঃখ পেলেই ছান্দসিক হতে পারতাম
গণ্ড বেয়ে বেয়ে
নেমে আসতো কবিতারা, নেমে আসতো
বিষয়বস্তুর উত্তপ্ত অশ্রুধার

যেন ব্যথার তুষারাভিঘাতে
গলে গলে পড়তে লাগলো
পাথরের পলেস্তারা

একটা সময় এমন ছিল যে
প্রচণ্ড কোন উত্তেজনায় অমিত্রাক্ষর
হতে পারতাম
যেখানে পার্বত্য গতিময়তার মধ্যে
কোন ক্রান্তিকাল খুঁজে পেলে
মনে হতো—
দুইজন পর্বতারোহীর পার্থক্যকে
আমি অচিরেই শিখরের দিকে
মোহনীয় করতে পারবো
অর্থাৎ
তৈলচিত্র আঁকতে আঁকতে
তিলোত্তমা হয়ে যাবে আমার
সমস্ত পারংগমতা

যখন কোন পতংগ তরংগ তুলতে তুলতে
সবুজাভ অন্ধকারে হারিয়ে যায়
যখন কোন পাখী ভাঁজকাটে

সুনীল সীমাহীনতার
যখন কোন নদী নিরবধি ঘাড় ফিরাতে

www.pathagar.com

ফিরাতে লাফিয়ে ওঠে
সামুদ্রিক তন্ময়তায়
যখন কোন বনভূমি নিবিড়তা নির্মাণ
করতে করতে
গড়ে তোলে কবিতার তলদেশ

আজকাল তখনও কোন অহংকার
হয়ে ওঠে না—
'মুহূর্তের কবিতা' কিংবা 'সোনালী কাবিন'

পরিত্যক্ত মার্বেলের মত
আমার দু'টি চোখের সামনে
আজ আর কোন বিষয়বস্তুই অবশিষ্ট নেই যেন

www.pathagar.com

বিস্তার

খুব কম লোকই হৃদয়ের মূল্য দিতে পারে
মূলত হৃদয়ের মূল্য হৃদয়
খুব কম লোকই হৃদয়ের দরজা খুলতে পারে
হৃদয়ের কাছে অনেকেই অসহায় শিশু কিংবা শিশুরমত

অনেকে অনেক কিছু কিনতে পারে
বাঘের দুধও কিনতে পারে
অথচ একটি হৃদয় কিনতে পারে না
হৃদয় না থাকলে হৃদয় কেনা যায় না

খুব কম লোকই আদিগন্ত হতে পারে
আসমুদ্র হতে পারে
নদীর বহতা হতে পারে

খুব কম লোকই আহিমাদ্রি হতে পারে

হৃদয় হচ্ছে অপরিমিত
হৃদয় থাকলে অতিক্রম করা যায়
হৃদয় থাকলে অনিরুদ্ধ হওয়া যায়

বৃক্ষের বিস্তার আছে
হৃদয়েরও বিস্তার আছে
খুব কম লোকই বিস্তারিত হতে পারে

www.pathagar.com

সবুজ বেয়াড়া এক

আজ আর পরাজিত হই না মূলত
উর্ধ্বমুখী তর্জনীর শাসনে-গরলে,

সবুজ বেয়াড়া এক
ঘাড় বাঁকা আমি শাসাচ্ছি সময়;
জানি না এভাবে উদ্ধার হয় কিনা,— জানি না
এভাবে কখনো।

নোট-বুকে টুকে নেই অভাব, দারিদ্র,
অনটন, পান থেকে চুন,
টুকে নেই লেফাফার কিয়দাংশ,
স্ত্রী, ভালবাসা, অষ্টপ্রহর, রাত্রিদিন, সংসার;
টুকে নেই আস্ফালন, অফিস-টাইম, যাবতীয় ঋণ—
যেন নতজানু মানচিত্র
অধিকার করতে না পারে আমার পতাকা,
আমার ভুখণ্ড, আমার মগজ, পাটাতন।

আজ আর পরাজয় চাই না মূলত
দুঃখভেদী সশস্ত্র অন্তরাল থেকে
অনন্তর অশ্বারোহণ চাইছি।
ঘরের চৌকাঠ, সীমানার দাম্ভিক দেয়াল,
রামধনুর পাতানো খেলা— সব, সকল কিছুই
অতিক্রম করতে চাইছি;

পরাজিত পদাবলীর আমার দরকার নেই।

ঘাড় বাঁকা এই আমি শাসাচ্ছি সময়;
জানি না এভাবে উদ্ধার হয় কিনা,— জানি না
এভাবে কখনো।

www.pathagar.com

সেই যুবক

সেই যুবক
বন-গাঁয়ে খুঁজেছিল শব্দের পালক

খুঁজেছিল বিটপীর গান
খুঁজেছিল জীবনের ঘ্রাণ
বকুলের অন্ধকার আনন্দলোক
আকাশের ছায়া নক্ষত্র-আলোক
মিত্রদের দীঘি শ্যাওলা শোক

সেই যুবক খুঁজেছিল উল্কা ও ফাগুন
বলেছিল চিমড়া চৈত্র যায় আসুন আসুন
বোশেখের ভাগ-গুণ
দাবানল দাড়ি কমা
ধ্বংসের কাছে রাখি জমা
তারপর, বিধেয় বধির আজ— এনে দেই ঝড়
শুরু করি লবণের দীঘল সফর

সেই যুবক এখনও শাদুল
পলিমাটি নদীতীর ডাইস আদুল

সেই যুবক
বন-গাঁয়ে খুঁজেছিল শব্দের পালক
আকাশের ছায়া নক্ষত্র-আলোক
বকুলের অন্ধকার আনন্দলোক

www.pathagar.com

ইউরোপ

দেহের দো'ভাঁজে ওরা খুঁজে ফেরে সুখ,
বোতলের ছিপি ছাড়া বোঝে না কিছুই,
তত্ত্বের নাভিমূলে বানরের হাড়;
নগ্ন ভূ-ভাগে তবে পশু কে? মানুষ!

পৃথিবীর সবদিকে মেলে শ্যেন চোখ
ওরা গড়ে তোলে লাল-শ্বেত-ভল্লুক;
বিবিধ তন্ত্র বুলডগ্ হাতিয়ার!
মূলত ওরাই আনে যুদ্ধ ভয়াল।

মাতালের মহাদেশে বুড়োরা আকাল-
অচল মুদ্রা বড় অহেতুক বোঝা!
মানুষের চেয়ে প্রিয় ওখানে কুকুর,
হৃদয়বাদের সব আলোক নিখোঁজ।

এশিয়াই পূরয়িতা রদ্রু ছায়ার
ইউরোপ তলে তলে বারুদের ঘ্রাণ।।

www.pathagar.com

রাঙা মাটির সন্ধ্যা

পাহাড় টিলায় এবং অরণ্যে
তখন দুপুর ছিল সোনালী ফুলের মত
কেবল স্থির অলৌকিক সরোবর
আকাশের চেয়ে গাঢ় কিছু রং সারা গায়ে মেখে
দুর্বোধ্য ধারণার মত স্বপনাচ্ছন্ন ছিল

তখন দুপুর ছিল চাকমাদের নির্লিপ্ত মুখাবয়বের মত
লোভাতুর অথবা তীব্রতর উজ্জ্বল।

অথচ এই সন্ধ্যায় রাঙামাটি এখন
তার আপন ঐতিহ্যের মত ধূসর সৌন্দর্যময়
যেন পর্বতরাজী বিশ্রাম নিচ্ছে
অতিকায় হাতির উপরিভাগের মত

যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে
অনন্ত অভিজ্ঞান।

যেন ক্রমাগত সকল সৌন্দর্য
পবিত্রতম ধারণার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে
যেন সে জেগে উঠবে নক্ষত্রের অধিবাসে
অনন্তকালের বিস্মরণের মত।

www.pathagar.com

সেক্সপিয়রের বাড়ি

না মেঘ না রোদের ভেতর
একটি বয়সী বাড়ির
ঝুলন্ত ঝোপ থেকে ডেকে উঠলো
যে পাখিটা
আমি তাকে বাংলাদেশের
সমস্ত উঠোনে পাখা ঝাপটাতে দেখেছি

আর যে গাছটায়
গত শীতেও বরফ পড়েছে বলে
গাইতে গাইতে পালিয়ে গেল
জালালী কবুতর দু'টো
হরগোজা বনের আড়াল থেকে আমি তাদের
দেখতেই
মনে হল
সুন্দর বনের পশুর-তীরের দাঁড়ানো রাখাল
পল্লীগীতি গাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করছে

অথবা ভাটির অঞ্চলের
কোন এক ডাহুক
আবারও তার সদ্যজাত ডিমের উপর রক্ত ঢালবে

মূলত কবি অথবা মানুষ কখনো খণ্ডিত হন না
হাসির শব্দ কান্নার শব্দ
এবং শিল্পকর্মের মত
কবিরাও এক সময় সর্বত্র বোধগম্য হয়ে যান

www.pathagar.com

অপার্থিব সবুজ বাসীর কথা

পাহাড় চাষ করার মধ্যে অসমতল আনন্দ আছে
নিঃসন্দেহে জুমপ্রয়াসী চাকমারাই অবিশ্বাস্য
আনন্দভোগী
তাদের শিশুরা পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে
হাঁটতে শেখে বলেই হিংসতাও আনন্দের মত
মহান মনে হয়—
এ সময় যে কোন সমতলবাসীও
তুষ্ণাতুর কলম ধরতে গিয়ে ভাব এবং ভাষার মধ্যে দ্রুতগামী হতে পারে।

অথচ সেই সৈকতের কথাই ভাবো—
সমস্ত লাল কাকড়ারা যার
জোয়ারের সুতো দিয়ে বুনে যায় অনন্তের কারুকাজ
সমুদ্রের কথোপকথন শুনতে শুনতে তুমিও তখন
মুহূর্তের কবিতা অথবা ক্ষণস্থায়ী সংগীত হতে পারো।

কাব্যের যাবতীয় প্রশ্ন
বৃক্ষকে শুধাও— যে-তার ক্ষত স্থানেও
প্রবৃত্ত হবার জন্যে অনায়াসে ডেকে আনে
সুখদ মৌমাছি; নদীকে শুধাও, পাখিকে শুধাও,
উদ্বৃত্ত শব্দরাজিকে শুধাও
অথবা যে কোনো বিত্তবান সৌন্দর্যকে শুধাও কিভাবে এ ফোড়
ওফোড় মালা গাঁথতে পারেন একজন অপার্থিব সুবজবাসী।।

www.pathagar.com

একটি হৃদয়

একটি হৃদয় কলির মত, ওলীর মত,
মেঘনা নদীর পলির মত।

পাখ-পাখালীর উধাও উধাও ক্লান্ত প্রহর,
উথাল পাথাল ধান সিঁড়ি ঢেউ নিটোল নহর,
সবুজ খামার হাওয়ার খেলায় সুরের বহর;
একটি হৃদয় লতার মত, লজ্জাবতীর পাতার মত,
অনেক কথকতার মত।

ঝুমুর ঝুমুর ঝাউয়ের নূপুর দুপুর বেলা,
সুদূর প্রদেশ আলোর ঝালর সাগর বেলা,
ঝোপ ঝাড় ও ঝিল জোনাক জোনাক তারার মেলা;
একটি হৃদয় ফুলের মত, সুরমা নদীর কূলের মত,
বট পাকুড়ের মূলের মত।

রাঙামাটির স্বপন্ সজীব সুখদ পাহাড়,
মন মাতানো নাফ নদীটির এপার ওপার,
তেতুলিয়ার একটানা পথ নানান খামার;
একটি হৃদয় মাঠের মত, পল্লী গাঁয়ের বাটের মত,
নৌকা বাঁধা ঘাটের মত।
একটি হৃদয় কলির মত, ওলীর মত,
মেঘনা নদীর পলির মত।

www.pathagar.com

প্রত্যাশা

যৌবন আজ উদ্ধত হোক সত্যের সংগীনে
জীবনের তরে গাঢ়তর হোক স্বপ্নের সম্ভার
দু'ধারী সাহস বিপুল আবেগে দিগন্ত নিক চিনে
প্রত্যয় যেন পথ খুঁজে পায় প্রার্থিত সমাহার।

অন্ধকারের বাঁধ ভেঙে দিক অথৈ আলোর বান
সূর্যের গানে মুখরিত হোক প্রভাতের কলরব
নিষ্পাপ দিন নামুক আবার নিসর্গ পাক প্রাণ
সৈকতে শুধু সচ্ছল হোক সাগরের উৎসব।

বহুদিন হলো হেরার তোরণ পায়নি প্রহরী কোন
এই হতাশার সুগভীর শোক রক্তের দাবী তোলে
তাহলে তুমুল তির্যক দিন প্রহরে প্রহরে গোণ
যদি শুভক্ষণ সূর্যের মত দিক দিগন্তে দোলে।

হোক অগণন গাঢ় প্রহসন আলেয়ার হাতছানি
তবুও তোমার প্রবল সাহস— নির্দেশ আসমানী।

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে আছেন

স্থির পানির সুগন্ধে ভরে আছে নিম্নভূমি
নিম্নভূমির নৈকট্যে ধ্যানরত কার ঐ
পল্লব নিপীড়িত বাড়ি ঘর
আহা! সবুজ চরাচরের কে ঐ নিগুঢ়
অধিবাসী
যিনি সতর্ক দাঁড়িয়ে আছেন
শশীকলার উজ্জ্বলাংশে
পাঁজর ভাঙ্গা আনন্দ তাহলে তার জন্যেই

আহা! দুই পারের বন্ধনের বন্ধনী
এক সাঁকো
অদৃশ্য দু'টি পথকে শষ্যক্ষেতের
ভেতরে নিবিষ্ট করলো।

নানা রং পুষ্পের অরণ্যে অরণ্যে
কে গো শুভাকাংখী তিনি
কাল বেলায় দাঁড়িয়ে আছেন অন্তবিহীন।

স্থির পানির সুগন্ধে ভরে আছে নিম্নভূমি
নিম্নভূমির নৈকট্যে ধ্যানরত কার ঐ
পল্লব নিপীড়িত বাড়ি ঘর
আহা! সবুজ চরাচরের কে ঐ
নিগুঢ় অধিবাসী।

www.pathagar.com

ফররুখের অনেকগুলো কবিতা

আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি

একবার মিন্টু ভাই বলেছিলেন, কক্সবাজার গেলে
তোমাকে দু'টো আন্তর্জাতিক চোখ দেবো
তারপর নাফ নদীর এক বুক জলে নামিয়ে দিলে
বাংলাদেশের শ্বেতপত্র পড়ে নিও

একবার ফররুখ স্মৃতি সংসদে গিয়ে মাহফুজউল্লাহকে
কাঁদতে দেখলাম
ব্যক্তিগত পড়তে গিয়ে তিনি যখন অন্য রকম হলেন
আমি তখন পৃথিবীর গোটা মানচিত্র
খামচে ধরে কাঁপতে লাগলাম

এবং শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান
বুকের বোতাম খুলতে লাগলে
স্কেচে দুটো চোখ দারুণভাবে জ্বলতে দেখে
ভীষণ ভয় পেয়ে আল মাহমুদের কাছে যেতেই বললেন
ফররুখ আমাদের পথিকৃত

আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি
কেবল ফররুখের অনেকগুলো কবিতা পড়েছি

www.pathagar.com

এইসব লোকেরা অর্থাৎ কবিরা

এই সব লোকেরা খুব সহজে
পদতলে লুটিয়ে পড়েন
একটি শষ্যকণাকে পাহাড় সমান উঁচু
মনে করে নিজেই যে একজন চাষী
একথা দেদার ভুলে যান
একটি স্রোতহীন নদীর তলদেশ খুঁজতে গিয়ে
একজন অম্বিষ্টের কাছে আপনার নাম ধাম ঠিকানা
সবই হারিয়ে ফেলেন

এই সব লোকেরা কেবল উপত্যকায়
বসবাস করেন
কুয়াশা আর মেঘের আস্তরণের মাঝে
সূর্যকে গুলিয়ে ফেলেন বলে
অনুসরণীয় হতে পারেন না
শুধু নিসর্গের অধঃপতনের উৎকণ্ঠায়
বুকের ভেতরে অর্থহীন দুঃখ পুষতে থাকেন
আর পাখী হত্যার আঘাত সইতে পারেন না বলে
নিজের জন্যে নিজেই হন্তা হয়ে যান

এই সব লোকেরা নিজেদের জন্যে
নিজেরাই এক একটা বিরাট বোঝার মত

www.pathagar.com

কঃ সারা বছর কোথায় ছিলে হে?
মিনারের একুশ হাত দূর থেকে
কিছু সাবধানতা হেঁটে এলে
আমি এক বিদীর্ণ যুবক

খঃ নগ্ন পায়ের গোড়ালী থেকে
নিষেধের মতো পাঁচ আংগুল, তালু
এবং হাতের গোটা রাজপথ
ভারতের দিকে উন্মুখ—
ফুলগুলো কোথায় রাখি?

গঃ আয্তানিবুত্যাগুৎ—
জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে
সিঁড়ি ভেঙ্গে কেন্দ্রীয় মিনার
ফুলগুলো পকেটে রেখে— "হাইয়্যালালফালাহ্"

ঘঃ যে মিছিলটা কেবল অজগরের মতো
ফেব্রুয়ারী ফেব্রুয়ারী
তাকে তুমি কী বল্বে ঐতিহাসিক?
নাকি
ফালগুন এলেই বরকতদের ভ্রূণ
পলাশের ডালে ডালে আগুনের মতো।

www.pathagar.com

ভাঙনের গান

যাঁরা ভাঙেন তাঁরা কোনদিনও যে
কোন কিছু গড়েছেন, আজ আর মনে পড়ে না

যেমন অনেক অনেক মানুষ
বয়সের ব্যবধানে হয়ে যান লুটেরা;
তেমনি এক সময়ের সুবোধরা হয়তো
নির্ভেজাল হত্যাকারী ছাড়া আজ আর কিছুই নয়।

তাঁদের অহংকারের মধ্যে
তাঁরা অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে থাকবেন।
যাঁরা ভাঙেন তাঁরা ভেতরের দিকে
একেবারেই তাকান না।
তাঁদের ঘরে কোন আয়না নেই।
নিজেদের মুখচ্ছবি নিজেরা দেখতে পান না।
মৃত সহোদরের গোস্ত খাওয়ার মধ্যে
একপ্রকার স্বাদ খুঁজে পান; আর
অসংলগ্ন সংলাপের মধ্যে
খুঁজে পান পোড়া পোড়া উন্মাতাল গন্ধ!

যাঁরা ভাঙেন তাদের কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়,
ক্রমাগত অপরাধ সমস্ত আচরণের উপর
অবিকল ছায়া ফেলে, কন্টকাকীর্ণ ছায়া ফেলে।

অথবা নিয়ম ভাঙার উদভ্রান্ত আক্রোশ
বহু বিস্তীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের দুশমন হতে হতে
বেলুনের মত কোনদিন বিমুখ ময়দানে ফেটে যায়

নদী ও ষড়যন্ত্রকারী একাত্ম নয়, সহযাত্রীও নয়।
নদীর তলদেশে আছে জমাজমির ভ্রূণ,

www.pathagar.com

বহুতায় আছে অনিশেষ মনীষার মৌলি সাহস।
ষড়যন্ত্রকারীর কোন নাম নেই, গোত্র নেই,
তার দূষিত নিঃশ্বাসে পুড়ে যায় বনভূমি,
ধ্বসে যায় সবুজ পাহাড়, জ্বলে যায়
ফসলের ক্ষেত, ভেংগে পড়ে বাড়ি ঘর গৃহস্থালী সব কিছু।
গুপ্ত আতংকের মত ভয়ংকর অভিশাপ ছাড়া
তার আর কোন পরিচয় নেই, নেই।

যারা ভাঙনের জন্যে ভাঙেন,
তারা এক সময় নিজেরাই
ভেঙে ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যান।

www.pathagar.com

আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো

হে আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো।
আর কেবল বাঁশ গাছের মত লম্বা
অথচ শাখা প্রশাখাসহ
আনত করো না, পাতালী করো না।
কমদামী দেবদারুর প্রার্থনার মত
আকাশ মুখী হতে দাও আমাকে;
নির্জনতা ও দিগন্ত দেখবার মত
উজ্জীবিত মিনার দাও, পবিত্র মিনার।

যে সমস্ত কুর্নিশ এবং তৈলাক্ততা
মানুষকে ক্ষমতা দান করে।
সে সমস্ত ঝলমলে চাঁদার
বাক্স আস্ফালনের আপাদমস্তক
থুথু ফেলবার মত দাবানল বেয়াদবী দাও।

অর্থ, যশ, ডায়াস অর্থাৎ যাবতীয় ভণ্ডামীর চেয়ে
ইকবাল আমার কাছে মূল্যবান। কেননা তিনি
দুঃখ পেলে ভোর রাতে জাগতে পারতেন
এবং নৈর্ব্যক্তিক তলোয়ারে ধার দিতে দিতে
আদি অহংকারীর মত বলতে পারতেন
'খুদী কো কর বলন্দ'।

আহা কী রওশান যোদ্ধা
বৈবিক সাহসের মৌলবাদী অভিধান!

হে আমাকে ভ্রুক্ষেপহীন করো।

www.pathagar.com

শহীদ মালেক

১

তোমাকে গিয়েছি ভুলে তাই
কপাল পুড়েছে দেখো কতটা
মেঘে মেঘে ঢাকে পরাভব
ফাঁকা ফাঁকা যাও ছিল যতটা

স্বার্থকে বড় করে দেখে
তোমাকেও বাদ রাখি যতনে
ইতিহাস চলি পায়ে পিষে
বড় বড় বুলি শুধু কথনে

শহীদের খুন ঝরা পথ
স্বীকার করি না আজ বুঝেও
লালসার লকলকে জিব
সত্য দেখে না কভু খুঁজেও।

২

মালেক মালেক শহীদ মালেক
চেতনা সন্দীপন
মনে মনান্তে কলকল রোল
সহসা উজ্জীবন

অতল সুপ্তি ভাঙো যেন তুমি
ডাহুকের দৃঢ় ডাক
রাতের কুহেলী ভেদ করো যেন
চেনা নকীবের হাঁক

মালেক মালেক শহীদ মালেক
জীবনের মৌসুম
উপলব্ধির সিঁড়ি বেয়ে ওঠা

www.pathagar.com

প্রহরী দিলীর
সৈনিক নির্ঘুম।

মালেক মালেক শহীদ মালেক
উচ্ছল প্রান্তর
জিন্দেগানীর উতরোল ঢেউ
মরু সাইমুম ঝড়

ঘূর্ণিবানের প্রবল সাহস
বজ্র মুঠির ক্ষোভ
মিছিলের তীরে সূর্যোদয়ের
ফেটে পড়া বিক্ষোভ

মালেক মালেক শহীদ মালেক
আগুনের লাল চোখ
অত্যাচারীর বক্ষ ভাঙার
দুর্লভ এক দু'ধারী
মহান লোক।

মালেক মালেক শহীদ মালেক
উদ্দাম গতিবেগ
পৃথিবী কাঁপানো দৃপ্ত আবেগ
শোষকের উদ্বেগ

বিপ্লবী বীর তেগ শমশীর
প্রদ্যোত প্রোজ্জ্বল
উঁচু ইতিহাস অনুপ্রেরণার
অম্লান অবিচল

মালেক মালেক শহীদ মালেক
আমাদের সেনাপতি
ঘন দুর্যোগে শত দুর্ভোগে
নির্ভীক এক
চির অবিকল
ভাস্বর সভাপতি।

www.pathagar.com

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া ভ্রুক্ষেপহীন
জ্বলতে থাকো ছিঁড়তে শিকে
ভেতর বাড়ি তৈরি রাখো
ক্ষুব্ধ ঘৃণায়
কৃষ্ণচূড়া, কোকিলটাকে দাও তাড়িয়ে
অন্য দিকে।

কৃষ্ণচূড়া
এই ঋতুতে রক্ত মাখাও ঝাঁকড়া চুলে
অহংকারে মাতাল করো
বৈরী সময়
কৃষ্ণচূড়া,
পাঞ্জা কষো ঝড়ের সাথে
ঝাণ্ডা তুলে।

কৃষ্ণচূড়া,
কাঠ ফাটানো রোদরে তোমায়
মানায় ভালো
বর্ষা এলেই কেমন যেন
নেতিয়ে পড়ো

কৃষ্ণচূড়া,
এই নিদাঘে আবার খানিক
আগুন ঢালো
কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া।

www.pathagar.com

কাফেলা

একটি কাফেলা বহুপথ পাড়ি দিয়ে
চরিত্রহীন শত্রুর মুখোমুখি
একটি কাফেলা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
মৃত্যুর হাতছানি পেয়েই সুখী।

একটি কাফেলা পরাশক্তির
হামাগুড়ি টের পায়
একটি কাফেলা শিশার দেয়াল
ঐক্যের সুষমায়
একটি কাফেলা চেতনার পাখা মেলে
দীঘল আলোর আকাশে দিয়েছে উঁকি।

একটি কাফেলা জনতার মনে
অবশেষ সম্বল
একটি কাফেলা মিছিলে মিছিলে
অবিরাম চঞ্চল
একটি কাফেলা তরুণের চোখে
সূর্যের ইংগিত
একটি কাফেলা রণাংগনের
তা তা থৈ সংগীত
একটি কাফেলা আগুনের ঝড় তুলে
আমাকে করেছে বিপ্লবে উৎসুকী ।

www.pathagar.com

অনেক পথ। পথ নেই

সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ। পথ নেই।
প্রার্থনা ক্লান্ত হতে হতে ঢলে পড়া চেতনার মত নির্বোধ এখন
হে আমার বন্ধুগণ, নির্ভেজাল বাস্তবতা কখনো কি
বৈভবের ভুঁই থেকে খুঁজে ফেরে সোনার হরিণ?
অথবা নিস্তরংগ অনুভবগুলো প্রত্যুষের
আত্মীয়তাকে নেপথ্যে রেখে চলে যায় বিত্তবান বৈঠকে।

সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ। পথ নেই।

যখন নির্লিপ্ত বিরোধ এইভাবে প্রক্ষালন হল
সীমান্ত সম্পর্কে সেই থেকে নদীহীন জলাশয়ের মত
কেবল কিছু হাহাকার সূর্যের উল্টো দিকে
হরপ্পার শীলালিপি উদ্ধার কাজে ব্যস্ততম।

এই ঝুলন্ত হৃদয় আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছে।
সব দিক থেকেই ঝড় আসছে। অনেক পথ। পথ নেই।

www.pathagar.com

গাছ সম্পর্কিত

এই গাছের নীচেয় একটু দাঁড়াও
হৃদয় হৃদয় হোক
শরীরে সান্নিধ্য দিক মাতাল হাওয়া

আলো ছায়ার শীতল অভিভাবক
গাছের শিকড় মাটির ভেতর
মাটি আছে বলেই
মাকে ডাকি, গাছ অমন গর্ভবতী

এসো এই গাছের নীচেয় একটু দাঁড়াই
তারপর
ভালবাসি পৃথিবীর সকল মানুষ

এখন আর মানুষের ছায়া নেই
ছায়া থাকলে হৃদয় থাকতো
হৃদয় থাকলে ছায়া থাকতো
মানুষের হৃদয় নেই
গাছের ছায়া আছে হৃদয় আছে

এসো এই ছায়ায় একটু দাঁড়াই
তারপর মানুষের কথা বলি পৃথিবীর কাছে

www.pathagar.com

এক সময়

এই সময়ে আকাশ খুব বেশী সংক্ষিপ্ত
দেয়াল টপকাতে গেলেই বিঘ্নিত দৃষ্টিরা অন্তরমুখী
গারদের দিকে
অন্তত পাখি দেখলেতো ঐ রকমই।

অথচ কথোপকথন ভালবাসে সে সব বৃক্ষ
দিনানুদিন অপেক্ষমান সমস্ত নীল প্রজাপতির জন্যে
কেবল সেই সব ছায়ায় গেলেই
প্রসারিত ও প্রশস্ত খামার এবং ফসলিত সমতল।

দুঃখ এবং যন্ত্রণা উপদেষ্টা হয়ে গেলে যে রকম
ভেসে আসে—
নিসর্গের নিমজ্জন থাকলে পাখা খোলার আগ্রহ জন্মে
বিস্তার ও বিন্যাসের জন্যে জলাশয়কে
নদীর দিকে নিয়ে যাও।

এখন আমার নির্ণিত জলাশয়
এবং নিমগ্নতা সীমান্ত ছিঁড়ছে
আর অন্তরীণতা থেকে উপলব্ধি— এই জলস্রোত
ঢেউ ঢেউ বেজে যেতে লাগলো

তুমুল প্রপাত যার উপমা।

www.pathagar.com

আমার শেষ মাটিটুকু

রাজধানীর এই প্রচণ্ড ভীড়, আমার জন্যে কোন ভীড় নেই
বড় লোকের প্রয়োজনের মত দুটো পা কখনো স্তব্ধ
কখনো ঘূর্ণমান পাখা— জনশূন্য
আফ্রিকার অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার

কেমন নিপুণ ক্রীড়াবিদের মত টপকে এলাম মৌমাছি বয়স

বেলুনের মত ফেটে গেছে লাল নীল সুবিশাল সত্তার
ধাবমান যন্ত্রণা শুধু পায়ের নীচে মাটির ভেতরে
আর অরুন্তুদ উপকথা গন্তব্যের ভাঁজে ভাঁজে

কেমন নিপুণ ক্রীড়াবিদের মত টপকে এলাম মৌমাছি বয়স

এই প্রচণ্ড ভীড়, আমার জন্যে কোন ভীড় নেই
মাথা উঁচু সভাপতি অশ্বসওয়ার
চলে গেছেন নাকি চলে গেছেন ভয়ংকর বিদ্রোহ
ধ্বসে আমার শেষ মাটিটুকুও

www.pathagar.com

নদী এক নদী

নদী, কোন এক নদী, স্পর্শ করতে না করতেই
একদিন দেখি, না সে নদী নেই,
সমুদ্রগামী নদী নেই, যেন শিখা,
আদিগন্ত শিখা, লকলকে অজগর।

নদী তো অববাহিত করে পলি,
আলুলায়িত গৃহিণী এক,
পৃথিবীর চাষ-বাস, ঘর-সংসার, ঝাড়া-পোছা,
টুকিটাকি ঠিক রাখে— তালিকা,
ঠিক রাখে সূর্যের মাখামাখি, চন্দ্রের স্নেহ।

সেই নদী, হ্যাঁ, সেই প্রধাবিত নদী
দেখি, রেগে-ফুঁসে একদিন
দু'হাতে ছড়াচ্ছে
উত্তুমুল গতি-গাঁথা শাড়ির স্বৈরক্রমণ
কূল-উপকূল, ফলসা মাঠ, ঘাট, পথ, গাছের আদি ছায়া,
অবসরপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি, পদবী বনতল— সমস্ত,
সবকিছু মুছে ফেলছে উপর্যুপরি মুছেই ফেলছে।

নদী, কোন এক নদী, স্পর্শ করতে না করতেই-?

www.pathagar.com

এই যে আমি

এই যে আমি এই এখানে
সকাল দুপুর
শব্দ নিয়ে কাটাই সময়
শব্দভেদী

এই যে আমি ছাল্ ওঠানো
রাস্তা মাড়াই
রৌদ্র ভাঙি অফিস ফেরত
ঢাউস দেহাত

এই যে আমি কুটির বানাই
বাবুই পাখির
নিটোল ডানায় স্বপ্ন বুনি
সোনার জলে

এই যে আমি ছিন্ন সময়
সেলাই করি
পায়ের ঘামে কপাল ধুয়ে
এই যে আমি এই তো আমি
এই এখানে।

www.pathagar.com

নাই

যেখানটাতে দৃষ্টি অবাক মন
হৃদয় শরীর
শরীর হৃদয় মূল
বিকেল বেলার সলিল বিকিরণ;
আঁছড়ে পড়ে সোঁতের নানান ভুল

একটি এমন জায়গা কোথা পাই?

সকাল বলে নাই
দুপুর বলে নাই
রাত্রি বলে নাই

যেখানটাতে দু'চোখ করোতল
করোতলে হাজার চোখের মাঠ,
দাম খুঁজে পায় বুকের নোনাজল;
নোনাজলে শাপলা শালুর হাট

একটি এমন জায়গা কোথায় পাই?

রাত্রি বলে নাই
দুপুর বলে নাই
সকাল বলে নাই।

www.pathagar.com

নদীর কাছে

করতলে মধু ঢেলে দিলেও
তুমি যেন অন্য রকম
কেবল অস্পষ্ট হয়ে যাও
বিন্দু থেকে বৈকুণ্ঠে

নয়তো তৈলচিত্র ভেঙে গেলে
ভাঁজহীন শব্দের মত
ওপার থেকে ভেসে আসা
পদাবলী যেমন বাজে
তুমিও বাজতে পারো

শোক শোক ছায়াতটে
ঠোঁট ঘষে বেদনার বুনো হাঁস
পানকৌড়ির চোখ ছুঁয়ে
আমি আজ
ধূসর ডাহুক
সময়ের গুণটানি জটবাঁধা জটিল স্রোতে

নদীর কাছে দুয়ারহীন প্রার্থনা একবার
নতজানু হলে এই রকমই হয়

www.pathagar.com

তুমি

আমি একবার একটি বিস্তারিত
ভ্রমণে গিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করতে লাগলাম
হঠাৎ দেখি
নিক্ষিপ্ত পুষ্পরাজির মত
কলকণ্ঠ ধূসর পাখিরা
ভ্রু-ভংগি ওড়াওড়ির ভেতরে
ক্রমাগত মালা হয়ে যাচ্ছে

সেই ধূসর পাখিরা
সেই ভ্রু-ভংগি ওড়াওড়ি
সেই ক্রমাগত মালা হয়ে যাওয়া
আজকাল আবারও
দর্পিত স্মৃতির মত ইতিউতি নড়াচড়ায় ধ্যানময় মগ্নলীন

তুমি কি তাহলে
উত্তেজিত অতীতের নীতিগত নক্সীকাঁথা?

www.pathagar.com

স্থির ছায়া সবই

(ফররুখ আহমদের কোন এক সন্তানের জন্যে)

অন্যসব বৃক্ষরাজির কী এমন প্রয়োজন অন্যসব ছায়ার
তোমার তো পৈতৃক মাটি বৃক্ষ শিকড় স্থির ছায়া সবই আছে
যে দিকে পাখীরা উড়ে যায় হাওয়া ঢালে কোমল কথোপকথন
বিশাল শোভা নক্ষত্র সংসার তোমার তো সবই আছে

এইতো সময়
এখনই গৃহস্থ ও বিশ্বস্ত বংশধর

এই অন্যতম পৃথিবী অথবা শষ্যক্ষেত মাড়িয়ে যাই কেবল আমরাই
কি দুঃসাহস কি সহজেই না বৃক্ষের নিয়ম ভেঙে অতপর
চলে যাই ধাবমান মারি ও মড়কে

মৃত্তিকার বুক থেকে উপড়ে ফেলি সবুজাভ উদ্ভিদ
বলয়হীন কী বিচ্ছিন্ন আমরা
অথচ স্থপতির কারুকাজ— স্থিরমুদ্রা দাঁড়িয়ে আছেন
উপকণ্ঠ আদিবাসী

তিনি একজন শিরদাঁড়া সোজা শহরের মধ্যখানের অভিধান
তাকান আর এক গভীর অন্ধকারের দিকে
পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শব্দের পরে স্থির আঙুল রেখে
বলে ওঠেন— এইভাবে অর্থ খোঁজো গ্রন্থি খোলো এইভাবে

তোমার তো পৈতৃক মাটি বৃক্ষ শিকড় প্রবল পাতার শব্দ
স্থির ছায়া সবই আছে

অন্যসব ছায়া অন্য সব বৃক্ষরাজির কী এমন প্রয়োজন

www.pathagar.com

যে যায় সে যায়

যে যায় সে যায়
যেমন বয়সের মাপ বাড়তে বাড়তে
মিলায় শূন্যে
যেমন ইবনে বতুতা কোন
দেশেই আর ঘর বাঁধেন না।
শুধু মালদ্বীপের বিবাহের
স্মৃতি তার
চক্রাকারে ঘুরতে থাকে
অনির্ধারিত অবকাশগুলোয়

যাকে একবার পাখি বলে
ভালবেসেছিলেন—
নদীর কল্লোলের মত
বুকের ভেতর অন্তরাল ছিল,
নিমজ্জমান ধারণার ন্যায়
অনাবিষ্কৃত অস্তিত্বের
মানচিত্র ছিল
অর্থাৎ
যার সমস্ত দৃষ্টিপাত
যার সমস্ত অধর উন্মীলন
যার সমস্ত কুসুমিত আগ্রহ
যার সমস্ত আবর্তিত তৃণলতা
সংগীতের মত সহচর
হয়ে গিয়েছিল

আজকে সে মেঘের মত
অবিশ্বাসী না কি
চলমান ছায়ার মত বিশ্বাসঘাতক
শুধু বতুতা একজন নির্মাতা বলে

www.pathagar.com

ঠিকঠাক রাখেন
শরাহত যন্ত্রণার অবিকৃত জাম্বিল

যে যায় সে যায়
যেমন সৌন্দর্য যায়
ঘন অরণ্য যায়
তরঙ্গের আন্দোলিত বিস্ময় যায়
যায় যায় প্রদীপ্ত ইচ্ছেরা
মৃত্যুর মত
সমস্ত পার্বত্য খ্যাতি

যে যায় সে যায়।

www.pathagar.com

অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা

কত আর আবৃত্তি কোরবে
অশরীরি পঙ্‌ক্তিমালা

হোলোই বা বিক্ষত কথন তার
নীল জ্বালা নক্ষত্র

তবু আরো কিছুদিন
আরো কিছুদিন
নামহীন রেখে দাও কতিপয় জীবন যাপন

নিজস্ব ক্ষরণের নির্গমন দাও

বিমূর্ত হও মধ্য গগনের স্রোতের মত
মিমাংসা করো
পুষ্প এবং বিষকীটের আমূল সংসার।

www.pathagar.com

শৈত্য ও আগ্নেয় কড়চা

গতকাল ঠিক দুপুর দুটোয় ময়মনসিংহ গীতিকা
উত্তেজনাকর হয়ে উঠলো,
আমার এক বন্ধু কাঠ-কর্মীর মত ব্যাগ ঝুলিয়ে
সামনে এসে দাঁড়াতেই
বাল্যকালের বসতবাটি ও চৌচালার কথাটা মনে পড়ে গেল—
আর সমাজপাঠের সেই তুষারাবৃত এসকিমোর তৈলচিত্র
এবং আমার ঐ সাবধানী বন্ধুর মধ্যে
অদ্ভুত এক মিল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর কখন যে শীত আসছে
এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভাবতে লাগলাম।

অথচ গত পরশু কিংবা তার আগের দিন
এক বৃদ্ধ ফকীর তার উদোম শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে
আমার সামনে এসে প্রায় কেঁদে দিয়েছিল
কিন্তু একেবারেই তখন আমার শীতের কথা মনে হয়নি,
কেবল মনে হয়েছিল এখন ঐ বৃদ্ধের কাঁপুনির
সাথে সাথে সমস্ত পৃথিবীটাই
প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে আর কাঁপছে।

সহসা আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত ঘুষির মত হয়ে
চক্রবর্তী রাজার উদ্দেশ্যে আস্ফালন করে উঠলো।

গত পরশু কিংবা তার আগের দিনও আমি
শীতের কথা একেবারেই ভাবিনি।
কেবল গতকালই এক দংগল কৃষকায় উলংগ
শরীর ঠেলে ট্রেনে ওঠার পর
লোভনীয় দরজার কাছে শহীদকে বসতে বলে
গায়ের কোটটাকে ঠিকঠাক করে
ধানমণ্ডি, গুলশান এবং শোষকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম।

আসলে ঐশ্বর্যের কথা ভাবতে গেলেই
সমস্ত স্বার্থবাদীরাই লেপ, কম্বল আর নরম বিছানার প্রতি
ক্রমাগত ঝুঁকে পড়ে।

www.pathagar.com

সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা

হরিণের সম্ভার নিয়েই জুমিয়াদের শিশুরা
নিসর্গের আড়ালে আড়ালে বেড়ে ওঠে
তাদের সমস্ত কষ্ট অরণ্যের মত মহান
তাদের লাবণ্য দৃশ্যে অদৃশ্যে জ্বলে জ্বলে
উপকূল কাঁদায়।

আদি সৌন্দর্যের অন্তর অবধি পৌঁছেই
সহগামীকে চুপ করতে বললামঃ
অখণ্ড নীরবতার মধ্যে অতলান্ত কলতান
শুনতে দাও

বললাম
উলংগ এক পার্বত্য শিশুর
পর্বতের গা বেয়ে উঠানামা দেখতে দাও,
নিম্নতম প্রদেশ থেকে খণ্ডিত আকাশকে
ভাবতে দাও

পাথরের বুক চুয়ে গড়িয়ে পড়া
সুবোধ ঝর্ণা থেকে ধ্বনি মন্থন করতে দাও
আমাকে ডুবতে দাও
নিমজ্জিত হতে দাও—

এক সময় এমন হলো যে
হৃদয়ের ধরন ধারণ সীমাবদ্ধ হতে লাগলো
পাহাড়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়েও
চোখ তুলতে পর্যন্ত পারলাম না
শ্রবণ সে কোনো কিছুই শুনলো না
অসমতলের সবুজাভ সুউচ্চ অহংকার
অরণ্যের গন্ধে ডুবে যেতে লাগলো
অবিরাম ডুবে যেতে লাগলো
অথচ সমতলের কারো
সৌন্দর্য সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু আর

www.pathagar.com

ক্রমাগত

ক্রমাগত আজ ফসলের মাঠ
চিমনীর ধোঁয়া ঢাকে
গিলে গিলে খায় শালিকের গান
হাতুড়ির কষাঘাত

দূরে সরে যায় বাঁশী ও রাখাল
খামারের উদারতা
দু-হাতে পোড়ায় এ-কোন মড়ক
গোয়ালের নড়াচড়া

পাখিদের নীড় কারা ভেঙে দেয়
আর্থিক অজগর
উজাড় বনের সবুজাভ প্রেম
বাতাসের দাপাদাপি

যদিও ছায়ারা হাঁটে অবিরাম
সারাদিন ইতিউতি
বিটপী নিখোঁজ হিজলের মুখ
উন্মূল দশাসই

ক্রমাগত দেখি ছেয়ে ফেলে দেশ
নির্মাণ মানবিক
যান্ত্রিক এক আজদাহা যেন
ছুটে আসে ফণা তুলে

যত দ্রুত কমে বৃক্ষ এবং
বৃক্ষের সমারোহ
ধসে দ্রুত তত হৃদয়ের রং
জীবনের হিমালয়

www.pathagar.com

সকাল

১·

তোমাদের তো একেকখানা চিহ্ন রয়ে গ্যালো সেই দিন মেলে ধরে বলবে ঃ

"প্রভু, এই আমি, আর এ আমার সার্টিফিকেট; কেবল ছিলাম সত্যবাদী, আর কোন দোষই ছিল না।" আমাদের তো সে রকম কোন চিহ্ন নেই, শুধু সান্ত্বনা ঐটুকু যে আমরা, তোমাদেরই দলের মানুষ।

২·

বিপ্লব তো এমনি এমনিই আসেনা। বিপ্লবকে পথ দেখিয়ে ডেকে আনতে হয়। আজ তোমার পা গ্যাছে কাল আমার যাবে; কতোটুকু রক্ত গ্যাছে ঝরে? আরো কতো যাবে!

৩·

আমরা অদ্ভুত এক পুলের উপরে দাঁড়িয়ে; এক দিকে দাউ দাউ অগ্নি—আর এক দিকে গুল্মময় পুষ্পময় ফুল্ল-বাগিচা মনোহর! কোন দিকে যেতে চাও? বাগানের দিকে? কাঁটা আছে বিস্তর বাধা প্রতিপদে।

৪·

এই তো সামান্য বাধা, ব্যথা আর অত্যল্প ক্রন্দন, কতো আরো বাকি! আমরা তো মধ্যপন্থী লোক, চরমে বিশ্বাসী নই; ধৈর্য ভালবাসি। আজ শুধু প্রস্তুতির কাল, আজ শুধু অপেক্ষার কাল, আজ শুধু ধৈর্যের সকাল, আগামী দুপুর আমাদের, শুধু আমাদেরই।

www.pathagar.com

যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে

সাপের গায়ে যে সৌন্দর্য জড়িয়ে আছে
তাকে ছোঁয়ার আকাংখা কাব্য চর্চা নয়;

ছোবলের নিপুণতার মধ্যে
মৃত্যুই আড় হয়ে থাকে
সাবধানতার প্রাচুর্যে হীরক জ্বলে
সুতরাং সাপ আর সাবধানতা এক নয়।

যে স্বপ্নে ইস্পাত আছে, সে স্বপ্নে সাবধানতা
এবং হীরক সমান প্রখর।

আমার স্বপ্নে
সর্বশেষ মহাগ্রন্থের মোরগ আছে,
আর আছে
ডাহুকের ডিম ফুটানোর উত্তপ্ত রক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সাহিত্য পরিসরে
যে ক'জন অন্তরালপরায়ণ কবি আছেন
এদের মধ্যে
মতিউর রহমান মল্লিকের রচনা আমাকে
স্পর্শ করে বেশী।
কোলাহল বিমুখ এইসব কবিদের
কাব্যপ্রতিভাই
আমাদের সাহিত্যের প্রাণশক্তি।
আমাদের কাব্যাঙ্গনে আস্থা ও বিশ্বাসের
একটি স্বতন্ত্রধারা নির্মাণে
এদের অবদান
একদিন নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করা হবে। আর
এদের সাফল্যই হল
আস্থাপূর্ণ সাহিত্যের বিজয়।

আল মাহমুদ